৩য় প্রজন্মের ক্রিকেট - তিন প্রজন্মের দর্শক

তরু ইসলাম

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় বিশ্বের সেরা দুই টেস্ট নেশানের অংশ গ্রহনে শুরু হয়েছে বছরের ক্রিকেট মৌসুম। সিডনি, মেলবোর্ণ, এডেলাইড ও পার্থ সহ বিভিন্ন ভেনুতে অনুষ্ঠিত হয়েছে দু'দেশের নামি দামি

তারকাদের ব্যাট বলের লড়াই। টেষ্ট খেলা ১৮৭৭ সালে আরম্ভ হয় ইংল্যান্ডে। পর্যায়ক্রমে ১৯৭৭ এ এসে অস্ট্রেলিয়ার প্রয়াত ধনকুবের ক্যারি প্যাকার রাঙিয়ে দিলেন ক্রিকেটের সাজ - দিনরাতের ৫০ ওভারের ওয়ানডে ম্যাচের মাধ্যমে। ২০০৭ সাল থেকে অতি ব্যাস্ত ক্রিকেট পিপাসুদের জন্য আরো এক ধাপ এগিয়ে শুরু হল ক্রিকেটের তৃতীয় প্রজন্ম ২০ ওভারের খেলা - "টি টোয়েন্টি"। টানা ৪/৫ দিনের টেস্ট খেলে নির্ধারিত হয় হার-জিত। দিনরাত ধরে চলে ওয়ান ডে ম্যাচ। কিন্তু ক্রিকেটের তৃতীয় প্রজন্ম "টি ২০" মাত্র ঘন্টা দু'য়ের খেলা। এমনি ভাবেই ক্রিকেট প্রজন্মের ক্রমবিকাশ।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী ২০১২ সিডনি অলিম্পিক পার্কের এন জেড ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো "টি ২০" - এক কালের বিশ্বাবিজয়ী ভারতের স্বয়ামী আর্মি এবং অস্ট্রেলিয়ার "অজি" দলের মধ্যে। ৬৫ হাজার টিকিট, তার মধ্যে মাত্র ৪টি টিকিট করতেই কত বিড়ম্বনা। সব এড়িয়ে টিকিট কিনলাম ক্যান্সার যোদ্ধা-আমার শশুরের সুবাদে। ক্যান্সারক্লীষ্ঠ জীবন সন্ধ্যায় তার এক মাত্র সখ মাঠে বসে ক্রিকেট দেখা। সেই সাথে তরুন প্রজন্মের দুই কাণ্ডারী আমার দুই মেয়ে লিজা ও আনিতা। এ যেন তিন প্রজন্মের ব্যাট বলের সমন্বিত প্রদর্শনী।

ঘন্টা কয়েক আগেই-ট্রেন ষ্টেশনে পৌছে গেলাম। দেখি গাড় নীল রঙের জার্সিতে পিপড়ের মত লাইন বেধে ভারতীয় বংশোধভুত অস্ট্রেলিয়ান আসছে তো আসছেই। হাতে ভারতীয় পতাকা। আমাদের গন্তব্য এক। লিজা তার নানাকে ফিসফিস করে কি যেন বললো। বুঝলাম সাবধান বাণী। পাছে ওরা যেন না বোঝে আমরা বাঙালী। অলিম্পিক পার্কে নামতেই মনে হলো ভুল করে বলিউড কিংম্বা মুম্বাই এর কোন ষ্টেশনে নেমেছি না কি! এত ভারতীয় এক সাথে! শুনেছি ভারতীয়রা দারুন হিসাবি! কিন্তু ক্রিকেটের বেলায় নয়। আন্ডা বাচ্চা রাম শ্যাম সবার আসা চাই। ক্রিকেট বলে কথা! ষ্টেশন থেকে স্বাগত বাণী কানে এলো - অজি অজি অজি - ওই ওই ওই ।

টি ২০ শুরু হতে আরো এক ঘন্টা। নির্দ্দিষ্ট সিট। এত বড় খেলার মাঠে নিজেকে বড়ই গৌন মনে হয়। বিশ্বের সেরা অলিম্পিক ষ্টেডিয়াম - উন্নত প্রযুক্তির সমন্বইয়ে দেখা, শুনা ও উপভোগ করা। সেই সাথে হিন্দি ও ইংরেজী লাইভ ব্যান্ড মাতিয়ে রেখেছে ৬৫ হাজার ক্রিকেট পিপাসু দর্শকদের। খেলা শুরু এবং

শেষ দু'টার মধ্যেই নুতনত্বের সমাহার অনেক। টি টোয়েন্টি ম্যাচের সময়কাল সীমিত। তাই খেলার সাথে সাথে চলে নানান ইন্টারটেনমেন্ট। লটারি, কুউজ, ফায়ার ওয়ার্কস সহ অনেক কিছু।

ক্রিকেটের ৩য় প্রজন্ম, টি টোয়েন্টিতে আমরা তিন প্রজন্মের দর্শক - শ্বশুর, আমি ও লিজা-নিতা। টসে জিতে ভারত বল করার সিদ্ধান্ত নিলো। আমার ছোট মেয়ে আনিতা ক্রিকেট অতোটা বোঝে না। অলিম্পিক স্টেডিয়ামে আসতে পেরেই সে খুশী। খেলা বাদে সব কিছুই সে উপভোগ করছে। মাঝে মধ্যে নিন্টেনডো ডি এস আর আইপড নিয়েও সময় কাটাচ্ছে।

২য় ইনিংসে ইন্ডিয়া ব্যাট নিয়ে যুদ্ধে প্রস্তুত। অজিরা দুর্ভেদ্য ফিল্ডিং সাজিয়ে মাঠ আকড়ে আছে অক্টোপাসের মত। কোন বল বাউন্ডারি ছুতে সাহস পাচ্ছে না। টান টান উত্তেজনা।! আজি বলোন্দাজদের বুলেটবলে একের পর এক ইন্ডিয়ার স্বয়ামী আর্মী ঘরে ফিরে যাচ্ছে। দেখলাম আনিতা তার সমস্ত ইন্দ্রীয় সজাগ করে খেলায় নিবিস্ট। স্বয়ামী আর্মীর বিদায় কালে গ্যালারির অজি দর্শদের সাথে আমার দু কন্যা সমান তালে উচ্ছ্বাসিত। হাত তালি সহ গলা ফাঠানো চিৎকার। এর সাথে যোগ হয়েছে নুতন মাত্রা - প্রতিটি উইকেট পতনের সাথে সাথে আমার ও তাদের নানাকে টারগেট করে উল্লাস করা। কারন ওরা- অজি আমরা ইন্ডিয়ান! ভাবখানা এরকম! বিশাল স্ক্রীন যখন বিজ্ঞাপন নিয়ে ব্যাস্ত। সে অবসরে আনিতাকে বললাম। আমারা কেন উল্লাসের টারগেট হলাম? দু'বোনের বর্ননা - আমরা নাকি ভারতের উইকেট পতনে চুপ ছিলাম, আর অজিদের উইকেট অর্জন না দেখার ভান করেছি। কি জানি, হতে পারে।

ওদের নানা ইন্ডিয়া হেরে যাচ্ছে দেখে বাড়ি ফেরার তাগাদা একটু বাড়িয়েছেন, সেই সাথে আমার সকাল সাড়ে ছারটায় কাজে যাওয়ার তাগিদ। অবশেষে খেলা শেষের একটু আগে - তিন প্রজন্ম তিন ধরনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বেরিয়ে এলাম গ্যালারি থেকে।